বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

আবার আসিলাম।

নমস্কার !

আবার আসিলাম। দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর আবার তোমাদিগের নিকট ফিরিয়া আসিলাম। নির্ব্বাসন হইতে মুক্তিলাভের পর যখন দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম, সে আজ আঠার বৎসর আগেকার কথা। তখন আসিয়া দেশের যে দৈন্য ও দুর্দ্দশা দেখিয়াছিলাম তাহার বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া দেশের যুবকদিগের সম্মুখে নানারূপ উপার্জ্জনের উপায় দেখাইয়া দিবার জন্য ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলাম। যখন এই কাগজ প্রকাশ করি, তখন গুরুস্থানীয় কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন,

"এরকম কাগজ বে'র ক'রোনা: নাটক নভেল প্লাবিত দেশে কে তোমার শুক্‌নো নীরস্ কাগজের কথা প'ড়তে যাবে? একি বিলেত না আমেরিকা পেয়েছ, যে নাটক নভেলের পাশে অমন হাজার হাজার ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কাগজ বিকুবে! তা'রা যেমন ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা লক্ষ্মীকে করায়ত্ত কোরে ঘরে বাহরে হাসি ও আনন্দের বাজার বসিয়েছে, তেমনি অবসর মত নাটক নভেল ও ললিতকলার চর্চ্চাও ক'রে থাকে। এদেশে ব্যবসা ও বাণিজ্যের মত কাগজ বের করার সময় এখনও আসেনি।"

তখন গুরুজনদিগের নিষেধ বাণী শুনি নাই।

কানে কেবল বেকার ভাইদের হাহাকার শুনিতাম, চোখে কেবল প্রতিভাবান, মেধাবী, শিক্ষিত, হাজার হাজার যুবকের শুষ্ক, মলিন এবং বিবর্ণ মুখ দেখিতাম। ইহারা পিতামাতার সঞ্চিত অর্থ খোয়াইয়া পরিবারের সকলকে নানা অসুবিধা ও অস্বচ্ছলতার মধ্যে ফেলিয়া ইউনিভারসিটীর ধাপ্ গুলি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে এবং বি,এ, এম, এ, বি, এল, ইত্যাদি নানা ছাড়পত্র অর্জ্জন করিয়াছে। অথচ এই সকল ছাড়পত্র সত্ত্বেও তাহারা নিজের অথবা পরিবার পরিজনের ভরণপোষণের উপযোগী কোনও বৃত্তি খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু এই কলিকাতা মহানগরীতেই কত লক্ষ লক্ষ মাড়োয়ারী, ভাটীয়া, গুজরাটী, পার্শী, বোরা আর্ম্মানী, ইহুদি, দিল্লীওয়ালা, চীনেম্যান প্রভৃতি নানা দেশের নানা লোক কাজ কারবার করিয়া পরমসুখে দিন পাত করিতেছে!

হাবড়ার পুল পার হইয়া কলিকাতায় পা দিলেই আগে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের দোকান ও আড়ৎ দেখা যাইত। এই সকল বড় বড় কারবারের মালিক ছিলেন কলিকাতার শেঠ বসাক, পাল, দত্ত প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যবসায়ীর দল। কলিকাতার বড় বড় হাউসের মুৎসুদ্দি বেনিয়ান ছিলেন বাঙ্গালীরা। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যবসায়ে বাঙ্গালীরাই নেতৃত্ব করিতেন। কিন্তু ভাঙ্গন তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই সুরু হইয়াছিল। এখন হাওড়ার পুল পার হইয়া হ্যারিসন রোড দিয়া সিয়ালদহ মুখে আসিতে হইলে কিম্বা সেণ্ট্রাল এভিনিউএর রাস্তার দুইধারে আকাশস্পর্শী যে সকল প্রাসাদ দেখা যায়, উহার প্রায় সমস্তগুলিরই মালিক মাড়োয়ারী এবং বাঙ্গলার বাইরের বিদেশী ব্যবসায়ীগণ; অথচ উহারা কেহই সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাস্ কেনে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যদি বিদ্যাবাগীশেরা কেহ মনে করেন যে ইহারা বুদ্ধিতে কোনও বাঙ্গালী অপেক্ষা রতি মাসা কম, তবে তাঁর চেয়ে হস্তিমূর্খ দুনিয়ায় আর নাই।

ইহারা পুঁথিগত বিদ্যা অর্জ্জন করে নাই কিম্বা ইকনমিক্সের মাষ্টারও নহে; অথচ এই সকল বিদ্যার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্র সমূহ ইহারা ইহাদিগের প্রতিদিনের কাজ কারবারের মধ্যে এমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে যে ইকনমিক্সের মহামহোপাধ্যায়েরাও বিস্ময়ে অবাক হইয়া যান। ইহাদিগের ঘরে ঘরে হাসি ও আনন্দের তুফান,—লক্ষ্মী ইহাদিগের অঙ্গনে বাঁধা;—অভাব অনটনের ছায়াও ইহাদিগের জাতিকে স্পর্শ করিতে পারে না;—আমিত আজ পর্য্যন্ত কোনও মাড়োয়ারীকে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া রাস্তায় ঘুরিতে দেখি নাই, কিম্বা চাকুরীর উমেদার হইয়া দ্বারে দ্বারে উঁকি মারিতে দেখি নাই। তোমরা কেহ দেখিয়াছ কি?

যা'ক, নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিবার পর আমি আমার এই সকল বেকার যুবক ভাইদের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। রাজনৈতিক আন্দোলনের গরম গরম চা, পেয়ালা ভরিয়া অনেক পান করিয়াছি, এবং হাজার হাজার যুবককে পান করাইয়াছি, কিন্তু তাহার ফলে জীবনে কেবল উত্তেজনা পাইয়াছি মাত্র, শরীরে কোনও পুষ্টি বা বল লাভ করি নাই। বাঙ্গলা দেশের নগরে নগরে বক্তৃতার আগুণ ছুটাইয়া দেখিয়াছি,—স্বদেশ হিতৈষণার মাদকতায় নিজে মাতিয়া এবং পরকে মাতাইয়া দেখিয়াছি,—পশ্চাতে গঠনমূলক কাজের কোনও ব্যবস্থা করিতে না পারিলে যত নাচা কোঁদা সব ছুঁচোর কীর্ত্তনে পর্য্যবসিত হয়। এইজন্য নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম,

"তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে"।

বহু বৎসরব্যাপী অহোরাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়াও দেখিলাম দেশকে আমরা এক ইঞ্চিও

উপরে তুলিতে পারি নাই; বরং এই দীর্ঘকালব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া জাতীয় জীবনে এমন অবসাদ আনিয়া দিয়াছে যে প্রতিনিয়ত নূতন নূতন বিষবড়ির উত্তেজনা না দিলে সে জীবনের কোনও সাড়া বা স্পন্দনই পাওয়া যায় না। কিন্তু কেবল বিষবড়ি দিয়া রোগীকে আর কতদিন বাঁচাইয়া রাখা যায়, সেই জন্য দেহে নূতন বল সঞ্চারের ব্যবস্থা করার বিশেষ প্রয়োজন। যুবকেরাই দেশের একমাত্র সম্বল এবং আশা ভরসাস্থল। ইহারাই দেশের মুক্তির জন্য প্রাণপণ করিয়া সংগ্রাম করিবে। কিন্তু অভাব ও অনটনের চিন্তায় ইহারা জগতের নিকট মুখ হেঁট করিয়া রহিয়াছে;—দুঃখ ও দারিদ্র্যের পেষণে ইহাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ইহাদের অভাব ঘুচানোই দেশের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। ইহাদিগকে নানারূপ উপার্জ্জনের পথ দেখাইয়া দেওয়াই দেশ সেবার প্রথম এবং প্রধান সোপান।

এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই গুরুজনদিগের নিষেধ না মানিয়া ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। আশাহীন উদ্যমহীন বেকার যুবকদিগের নিকট নানা দেশের নানারূপ ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় তথ্য প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে কাজে প্রবুদ্ধ করাই আমার ব্রত ও উদ্দেশ্য ছিল, এবং সেই সঙ্কল্প লইয়াই সতেরো বৎসর পূর্ব্বে এই কাগজ বাহির করিয়াছিলাম। কিন্তু তখনও নাটক, নভেল ও লঘু সাহিত্য পাঠের নেশা হইতে যুবকদিগের মন ফেরে নাই। পাঁচ বৎসর যাবত একাকী, অসহায় এবং অপরের সহানুভূতির অপেক্ষা না রাখিয়া বাঙ্গলার যুবকদিগের নিকট ব্যবসা ও বাণিজ্যের নানা তথ্য প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং তাহা দ্বারা বহু যুবক বিশেষরূপে উপকৃত হইতেছিলেন। দেশের নানাস্থান হইতে সর্ব্বদা পত্র পাইতাম "আপনার কাগজখানি বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছে।" "আপনার কাগজখানি নানারূপ জ্ঞাতব্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে পূর্ণ থাকে, ইহা দ্বারা আমাদিগের বিশেষ উপকার হইতেছে।" এইরূপ কত পত্র যে নানাস্থান হইতে পাইতাম তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কেবল পত্র এবং প্রশংসায় ত আর পেট ভরে না। যেরূপ সাহায্য পাইলে এইরূপ প্রয়োজনীয় কাগজখানা বাঁচাইয়া রাখা যাইত তাহার কিছুই পাইলাম না।

নাটক, নভেল, গল্প, উপন্যাস, সাহিত্য, কলাবিদ্যা, রাজনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি, দুর্নীতি, হাসি, ঠাট্টা, থিয়েটার, সিনেমা ইত্যাদি সব বিষয়েরই কোনও না কোন কাগজ এদেশে আছে। কেবল কিসে দেশের আশা ভরসাস্থল এই যে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক দুমুঠা অন্নের জন্য দুয়ারে দুয়ারে মাথা ভাঙ্গিতেছে, ইহাদিগকে কোন্ পথে পরিচালিত এবং কি ভাবে প্রবুদ্ধ করিলে ইহারা নিজেদের অন্ন সংস্থান করিয়া লইতে পারে সে বিষয় আলোচনা করিবার জন্য একখানিও পত্রিকা নাই।

আমি তখন সবেমাত্র নির্ব্বাসনের ফেরৎ, সুতরাং গভর্ণমেণ্টের চোখে দাগী আসামী। আমি যেখানে যাই আমার পশ্চাতে Alsatian watch dog এর ন্যায় সফেদ্ পোষ ডিটেক্টিভ ঘুরিতেছে। কাগজ বাহির করিলাম, কিন্তু তাহা সংবাদ পত্র আইন অনুসারে রেজেষ্টী করিতে পারিলাম না; কারণ, পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুকূল রিপোর্ট পাইলাম না। সংবাদ পত্র আইনের সহায়তায় অন্যান্য সকল কাগজ অল্প মাশুলে গ্রাহকদিগের নিকট প্রেরিত হইত, কিন্তু আমাকে পুরা মাশুল দিয়াই সাধারণ বুকপোষ্টের ন্যায় গ্রাহকদিগের নিকট কাগজ পাঠাইতে হইত; প্রতি মাসে ইহার জন্য কম টাকা লাগিত না। তথাপি নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া কাগজখানি চালাইতে লাগিলাম; আমি ভাবিয়াছিলাম গভর্ণমেণ্ট বিমুখ হইলেও দেশের

লোকের প্রচুর সাহায্যে কাগজখানাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব। কিন্তু দেশের লোকের মনোভাব (mentality) তখনও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। তাহারা কাগজখানিকে বাঁচাইয়া রাখিবার সাহায্য করিবে কি, তাহারাই কাগজখানির বোঝা আরও বাড়াইয়া তুলিতে আরম্ভ করিল।

দেশে যেখানে যত স্থাপিত, অস্থাপিত, ফুটন্ত, অফুটন্ত, আধফোটা, এবং স্ফুটনোন্মুখ লাইব্রেরী বা পাঠাগার আছে তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষ অম্লানবদনে বিনা মূল্যে কাগজের গ্রাহক করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন অর্থাৎ তাঁহারা সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া কাগজখানির বার্ষিক মূল্য কয়েকটী টাকা দিতে পারেন না, আর আমি একাই কাগজখানি চালাইবার সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া বিনামূল্যে খয়রাত করিব। ছাত্রেরা, যেহেতু তাঁহারা ছাত্র, এই অজুহাত দেখাইয়া বিনামূল্যে কাগজের দাবী করিয়া পাঠাইলেন। তাহার উপর যে গ্রামে কাগজখানা যাইত তাহার আশে পাশে অন্যান দশ মাইলের মধ্যে আর কাহাকেও গ্রাহক পাইবার আশা ছিল না। কারণ, যিনি গ্রাহক হইতেন তাঁহার নিকট হইতে এই দশ মাইল সীমার মধ্যে যত লোক পাঠার্থী ছিলেন তাঁহারা কাগজখানি চাহিয়া লইয়া যাইতেন; সুতরাং প্রকাশকের সে অঞ্চলে আর গ্রাহক পাইবার আশা থাকিত না। অথচ ইঁহারা কেহই একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতেন না যে, যাহারা এই কাগজ খানা চালাইতেছে তাহাদের চলিবে কি করিয়া। দাম দিয়া কাগজ কিনিতে হয়, দাম দিয়া ছাপিতে হয়, আবার দাম দিয়া ছবি তৈয়ারী করিতে হয়;—অনেক সময় দাম দিয়া প্রবন্ধ আনিতে হয়, এবং সর্ব্বোপরি দাম দিয়া কাগজ খানা গ্রাহকদের ঘরে পৌছাইয়া দিতে হয়। দেশের লোক যদি বিনামূল্যে কাগজ পড়িবার চেষ্টায় থাকেন, তবে এই অনুষ্ঠান এবং প্রচেষ্টাটিকে বাঁচাইয়া রাখা যায় কি করিয়া?

এইখানে পরলোকগত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটী গল্প মনে পড়িতেছে। তিনি বিলাতের একটী শ্রমিক পরিবারে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। তাহারা একেবারে দরিদ্র শ্রমজীবি;—স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলেই কলে চাকুরী করে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় এই ক্ষুদ্র পরিবার যখন আপনাদের গৃহে আসিয়া মিলিত হইত এবং স্নানান্তে আহারাদি করিয়া আগুনের পাশে সকলে আসিয়া উপবিষ্ট হইত, তখন সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য দেখা যাইত। স্ত্রী আরাম কেদারায় বসিয়া বুনন কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন; স্বামী চীন দেশের আচার ব্যবহারমূলক একখানা বই পড়িয়া স্ত্রীকে শুনাইতে লাগিলেন; ছেলে একখানি পেনি কাগজ পাঠে নিবিষ্ট, এবং মেয়ে নারী-দিগের উপযোগী একখানি মাসিক পাঠে নিমগ্ন। এইরূপে তাহাদের দৈনন্দিন সন্ধ্যা অতিবাহিত হইত। এইরূপ জ্ঞান পিপাসার মধ্যে প্রতি শনিবারে সকলের উপার্জ্জনের হিসাব করিয়া সপ্তাহের সমুদয় ব্যয় সঙ্কুলান করতঃ যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত, তবে তাহা দ্বারা আবার নূতন কোনও বই কেনা হইত।

এইরূপ এক শনিবারের সন্ধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় বেড়াইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখেন যে স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলেই মহাতর্কে নিমগ্ন। স্ত্রী কাগজ পেন্সিল লইয়া নানারূপ হিসাব কাটাকুটী করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে শ্রমজীবিদিগের সম্বন্ধে সেই সপ্তাহে একখানি নূতন বহি বাহির হইয়াছে সেইখানি কি করিয়া কেনা যায় তাহারই চিন্তায় সমস্ত পরিবার মগ্ন। মাতা গৃহস্থালীর সেই সপ্তাহের সকল অভাব মিটাইয়া যে সঞ্চয়টুকু দেখাইতেছেন, তাহাতে পুস্তকের দাম কুলায় না। কন্যা তখন হতাশ হইয়া বলিলেন,

"তবে থাক্, আমরা আর এ পুস্তক কিনিব না"।

পিতামাতা উভয়েই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

"সে কি হয়, সেকি হয়?—গ্রন্থকার কত কষ্ট

করিয়া শ্রমজীবিদের কল্যাণের জন্য বইখানি লিখিয়াছেন—আমরা যদি না কিনি তবে গ্রন্থকারেরা আমাদের জন্য মাথা ঘামাইয়া এই সব মূল্যবান বই লিখিবেন কেন? তাঁহাদের চলিবে কি করিয়া?—তাঁহারা যাহাদের কল্যাণের জন্য অন্ন উপার্জ্জনের চিন্তা ছাড়িয়া আমাদের জন্য মাথা ঘামাইতেছেন, তাঁহাদের পরিশ্রমের মজুরী যদি আমরা না দেই, তবে আর গ্রন্থকারেরা শ্রমজীবিদের কল্যাণের জন্য বই লিখিতে উৎসাহিত হইবেন না। আমাদের এ বই কিনিতেই হইবে। আচ্ছা, দেখা যা'ক, আমরা সকলে কয়েক সপ্তাহ আর চা খাইব না। এইরূপে চা, দুধ ও চিনির খরচ বাঁচাইয়া যে উদ্বৃত্ত হইবে তাহাদ্বারা বইখানি কেনার বাঁকী দাম কুলাইয়া যাইবে।"

সমস্যার সমাধান হইল, আর গৃহের মধ্যে আনন্দের তুফান বহিল। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে এই দৃশ্য দেখিয়া কিছুকাল আমি অবাক হইয়া রহিলাম এবং ভাবিলাম এই দরিদ্র শ্রমজীবিদের সহিত আমাদের তথাকথিত শিক্ষাভিমানী উচ্চ সম্প্রদায়ের তুলনা করিলে কি আকাশ পাতাল প্রভেদ দেখা যায়!—অপরের প্রতি ন্যায় বিচার করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই তাহারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে এমন করিয়া সংগ্রাম করিতে পারে এবং সসাগরা ধরিত্রীকে আপনাদের করায়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

যা'ক—এইরূপ নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া, নানা দুঃখ ও দুরবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া কাগজখানি পাঁচ বৎসর ধরিয়া চালাইলাম। তেলের যথেষ্ট অভাব হইলেও প্রদীপটী তখনও ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছিল; কিন্তু এই সময় জগদ্ব্যাপী জার্ম্মাণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং কাগজের দাম দেখিতে দেখিতে বিশগুণ বাড়িয়া গেল। সেই ঝড়ের দমকা হাওয়ায় আমার সাধের প্রদীপটী নিভিয়া গেল এবং আমিও মহানগরীর বিরাট অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইলাম।

দ্বাদশ বৎসর পরে আবার তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিলাম। যদি জিজ্ঞাসা কর কেন আসিলাম, তবে তাহার কোনও কৈফিয়ৎ বা সদুত্তর দিতে পারিব না। পাল্টা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। পরিবার পরিজনের অশ্রুজল উপেক্ষা করিয়া, সাধু সজ্জনদিগের হাজার নিষেধ উপেক্ষা করিয়া মাতাল কেন মদ খাইতে ছোটে বলিতে পার?—গাজনের বাদ্য বাজিয়া উঠিলে চড়কে সন্ন্যাসী পীঠ ফোঁড়াইবার জন্য পাগল হইয়া ছুটীয়া যায় কেন বলিতে পার?—তা' যদি বলিতে পার তবে আমাকে কেন আবার কাগুজে ভুতে পাইল তাহার সদুত্তর পাইবে। শারীরিক আকাঙ্খার (ইংরাজীতে যাহাকে Physical Craving বলে) যেমন একটা নেশা এবং মাদকতা আছে, মানুষের মনে যে একটা আদর্শ আছে তাহারও তেমনি একটা নেশা এবং মাদকতা আছে। সেই নেশায় পাগল হইয়া আবার তোমাদের নিকট ছুটীয়া আসিলাম।

দেশে এখন নাটক, নভেল, নগ্নচিত্র, এবং লঘু সাহিত্যের প্লাবন দেখিতেছি। যত দুঃখ, দারিদ্র্য বাড়িতেছে ততই এই সকল লঘু সাহিত্য যুবকদিগের মনে মায়ামরীচিকার সৃষ্টি করিয়া জীবন সংগ্রামে তাহাদিগকে আরও অপটু করিয়া তুলিতেছে। স্বর্গীয় আশুতোষ সরস্বতী মহাশয় পাশের বাজার সস্তা করিয়া দেওয়ায় আজ কাল বি, এ, এবং এম, এ, হাটে বাজারে গড়াগড়ি যাইতেছে। আগে পাশ করাই ছেলেদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার ছিল, এখন ফেল করাই মুস্কিলের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফল এই হইয়াছে যে সমগ্র দেশটা পাশের মোহে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে এবং এই নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া যুবকেরা একদিকে যেমন সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে অন্যদিকে তেমনি আবার জীবন সংগ্রামে যুঝিবার সমুদয় শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছে। কারণ, ইউনিভারসিটীর ঐ যে আকমাড়া কল উহার পেষণের মধ্যে পড়িলে শুধু যে অর্থ যায় তাহা নহে,

শরীরের সমুদয় শক্তি, আশা, উৎসাহ, এবং পরমায়ু সবই পিষ্ট হইয়া যায়। যাহা থাকে সে একটা শোচনীয় নরকঙ্কাল মাত্র যাহা এই বাংলাদেশের শ্মশানে "ম্যাঁয় ভুঁখা হুঁ", "ম্যাঁয় ভুঁখা হুঁ" করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এখন যে দিকে তাকাও সেই দিকেই দেখিবে অসংখ্য বেকার যুবক মহানগরীর জনস্রোতে বিষন্নমুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেশের মধ্যে চাকুরীর যে কয়েকটা বাঁধা রাস্তা বিদ্যমান, তাহাতে এত ভিঁড় যে লোকচলাচলের উপায়ত নাই-ই এমন কি দাঁড়াইবার স্থান পাওয়াই দুরূহ।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের আপিসে একজন লোকের দরকার হওয়ায় খবরের কাগজে একদিনের জন্য ছোট্ট একটী বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। মাহিয়ানা মাত্র পচিশ টাকা,—বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও খেতাবধারী চাওয়া হয় নাই। অথচ এই বিজ্ঞাপনের ফলে উপাধিধারী যুবকদিগের নিকট হইতে যে সকল রাশি রাশি দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছিল তাহার উল্লেখ করিব না। পরদিন আপিসে যাইয়া দেখি যে সিঁড়ি হইতে আপিসের দরজা পর্য্যন্ত লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছে; আপিসে ঢোকাই দায়। আমি সকলের নিকট জোড় হাত করিয়া বলিলাম আমাদের আপিসের মধ্যে ৪।৫ খানি ব্যতীত বসিবার চেয়ার নাই, এত লোককে কেমন করিয়া বসিতে দিব এবং সে স্থানই বা কোথায় ?

একজন ম্লান মুখে বলিলেন,

"আপনার ভদ্র ব্যবহারে খুসী হইলাম, কিন্তু আপনি বড় অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। একেবারে ভীমরুলের চাকে ঘা দিয়াছেন—এখন সামাল্ দিবেন কি করিয়া ?"

বাস্তবিক আমি একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িলাম। প্রার্থীদিগের সকলেই প্রায় উপাধিধারী, সকলেই উপযুক্ত, কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে রাখি। ইচ্ছা হইতেছিল যদি সুযোগ এবং সুবিধা থাকিত তবে এই সকল প্রতিভাশালী শিক্ষিত যুবকদিগের প্রত্যেককে এক একটা কাজে বসাইয়া দিতাম। আমি আমার মনোভাব সকলকে জানাইলাম। তখন কয়েকজন বলিলেন,

"আপনি এক কাজ করুন,—আমরা কেহ কাহারও প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিব না, আমাদের মধ্যে আপনি লটারী করুন, যাহার ভাগ্যে থাকে সেই কাজ পাইবে, আমাদের আর তাহা হইলে কোনও ক্ষোভ থাকিবে না।" ফলে তাহাই করিতে হইল।

সম্প্রতি সরোজ নলিনী দত্ত মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের আফিসের কাজ করার জন্য ৭৫৲ টাকা বেতনে একজন লোক রাখার কথা কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। কিছুদিন পরে সেক্রেটারী কমিটীর সম্মুখে এক বস্তা দরখাস্ত রাখিয়া বলিলেন যে এই রাশি রাশি দরখাস্তের মধ্য হইতে লোক বাছিয়া নিয়োগ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং তিনি কমিটীর নিকট দরখাস্তের বাণ্ডিল ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর কমিটী হইতে আমার উপর লোক বাছাই করিবার ভার দেওয়া হইল। আমি বাণ্ডিল খুলিয়া দেখিলাম বি, এ, এম, এ, বি, এল, এম, এ, বি, এল, ইত্যাদির ত সংখ্যা নাই, সবচেয়ে অবাক হইলাম একজনের দরখাস্ত পড়িয়া। ইনি বিলাতের সিবিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষায় ফেল হইয়াছেন, এবং এখন এই পচাত্তর টাকা বেতনের চাকুরীটী পাইবার জন্য একজন প্রার্থী !

এখনও কি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে হইবে, ওগো দেশ প্রেমিক! ওগো স্বদেশ সেবক!—তোমার সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান সমস্যাই এই বেকার সমস্যা;—ওই যে হাজার হাজার শিক্ষিত, প্রতিভাশালী, বুদ্ধিমান যুবক অন্নের জন্য দুয়ারে দুয়ারে বিষণ্ন মুখে ফিরিতেছে উহাদিগকে ডাকো,—

উহাদের নিরাশ প্রাণে আশার বাণী শুনাও। দুঃখে, দৈন্যে, অভাবে উহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে ;—উহারা দেখিতেছে, এই যে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাংলা দেশ, এদেশের সমুদয় প্রধান প্রধান ব্যবসায়ে তাহাদের কোনও স্থান নাই ; —বাংলার বাহির হইতে মাড়োয়ারী, ভাটীয়া, গুজরাটী, বোম্বাই-ওয়ালা, আম্মাণী, ইহুদী প্রভৃতি আসিয়া এই সকল ব্যবসায় তাহাদিগের করায়ত্ব করিয়া ফেলিয়াছে। এই যে জাহ্নবীজলধৌতা মহানগরী ইহার কুলে কুলে একদিন কত শিবমন্দির, কত পান্থশালা, কত দেবায়তন, বহু শতাব্দী ধরিয়া তাহাদিগেরই পূর্ব্ব পুরুষদিগের যশোগাথা কীর্ত্তন করিত এবং বিত্তবিভবের সাক্ষ্য দিত। আজ সে মন্দির ও দেবায়তন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার স্থানে বিরাট চটের কল, তেলের কল, ময়দার কল ইত্যাদি নানা কলকারখানা মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে। আর এই সকল রাক্ষসের উদর হইতে অহোরাত্র যে ধুম উদ্গীর্ণ হইতেছে তাহা দিকদিগন্তে বিদেশী ব্যবসায়ীদিগেরই লক্ষ্মী শ্রীর বিজয় ঘোষণা করিতেছে, আর বাঙ্গালীর মুখ মসী-মলিন করিয়া দিতেছে। তাহাদিগের ক্লাইভ ষ্ট্রীট, তাহাদিগের বড়বাজার, তাহাদিগের সুতাপটী, তাহা-দিগের ময়দাপটী, তাহাদিগের দর্মাহাটা, তাহাদিগের কয়লাঘাটা, তাহাদিগের সাধের কলিকাতার এই সকল বিরাট ব্যবসা কেন্দ্রে বাংলা দেশের বাঙ্গালী কই ? বড়বাজার, সেন্ট্রাল এভিনিউ প্রভৃতি অঞ্চলে ওই যে অভ্রভেদী রাজপ্রাসাদ সকল মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে উহার বাসিন্দারা ত বাঙ্গালী নহে। একি বাঙ্গালা দেশ ?—বাঙ্গালী !—তুমি সত্যসত্যই আজ

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হোলে।"

আজ কবির আকুল কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে,—

"ওগো ! কে কেঁদেছ নীরবে ?"

বাঙ্গালী ! ওঠ, জাগো, এখনও চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখ। মহানগরীর জনস্রোতের মধ্যে ওই যে হাজার হাজার শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক দিশাহারা লক্ষ্যহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, উহাদিগকে ডাকিয়া বিবেকানন্দের মাভৈঃ বাণী শুনাও,—বল প্যাট্ ! তুইও মানুষ,—তোর মধ্যেও অসীম শক্তি সম্পন্ন ব্রহ্ম ঘুমাইয়া আছেন ;—একবার এই ঘুমন্ত ব্রহ্মকে জাগাও,—দেখিবে জীবনে নূতন আলো এবং নূতন বল পাইবে।—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যাবরান্নিবোধত"।

উঠ, জাগো, এবং যাবত সিদ্ধি লাভ করিতে না পার তাবত ক্ষান্ত হইও না। ভগবান কি কাহাকেও ফেলিয়া দেন ?—তাঁহার রাজ্যে কেহ কি না খাইয়া মরে ?—কবি বলিয়াছেন—"না ছুটে চিটী না ছুটে হাতী"

তিনি বিশাল অরণ্যে হাতীরও খোরাক জোগাইতেছেন আবার ওই ক্ষুদ্র পিপড়াটীকেও ভোলেন না। হাতীর মত ধীর, স্থির ও পিপড়ার মত পরিশ্রমী এবং অধ্যবসায়ী একবার হও ত, দেখিবে বাংলা দেশ আবার বাঙ্গালীরই হইবে।

কি উপায়ে কেমন করিয়া এই সমস্যার সমাধান হইবে ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রতিমাসে তাহারই আলোচনা হইবে। দেশের সর্ব্বসাধারণকে এই আলোচনায় যোগদান করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি। বাঙ্গলার শক্তিমান যুবক ভাইগণ ! তোমরাই বাংলার আশা ও ভরসা, তোমাদিগকে আবার

নমস্কার।